BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (9TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART : JOBEHO KORA, SHIKAR KORA, SHIKARER SOMOY BISMILLAH BOLA

كِتَابُ الذَّبَائِحِ

وَالصَّيْدِ وَالتَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ

যবাহ করা, শিকার করা ও শিকারের সময় বিস্‌মিল্লাহ্ বলা অধ্যায়

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ إِلَى قَوْلِهِ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ إِلَى قَوْلِهِ عَذَابٌ أَلِيْمٌ - وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اَلْعُقُوْدُ الْعُهُوْدُ، مَا أُحِلَّ وَ حُرِّمَ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ الْخِنْزِيْرَ ، يَجْرِمَنَّكُمْ يَحْمِلَنَّكُمْ ، شَنَآنُ عَدَاوَةُ الْمُنْخَنِقَةِ تُخْنَقُ فَتَمُوْتُ ، الْمَوْقُوْذَةُ تُضْرَبُ بِالْخَشَبِ يُوْقِذُهَا فَتَمُوْتُ ، وَالْمُتَرَدِّيَةُ تَتَرَدَّى مِنَ الْجَبَلِ ، وَالنَّطِيْحَةِ تُنْطَحُ الشَّاةُ فَمَا أَدْرَكْتَهُ يَتَحَرَّكُ بِذَنَبِهِ أَوْ بِعَيْنِهِ فَاذْبَحْ وَكُلْ -

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত..... সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না; বরং শুধু আমাকেই ভয় করো (মায়িদাহ ঃ ৩) পর্যন্ত এবং আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন কিছু শিকার সম্বন্ধে..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত ঃ (মায়িদাহ ঃ ৯৪) ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, اَلْعُقُوْد অঙ্গীকারসমূহ যা কিছু হালাল করা হয় বা হারাম করা হয়। إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ শূকর। يَجْرِمَنَّكُمْ তোমাদেরকে যেন প্ররোচিত

banglainternet.com

করে। شَنَآنُ শত্রুতা। اَلْمُنْخَنِقَةُ যে প্রাণীটি শ্বাসরুদ্ধ করার কারণে মারা গিয়েছে। اَلْمَوْقُوْذَةُ যে প্রাণীকে লাঠির দ্বারা আঘাত করার দরুন তার দেহ থেতলিয়ে গিয়ে মারা যায়। اَلْمُتَرَدِّيَةُ যে প্রাণী পাহাড়ের উপর থেকে পড়ে মারা গিয়েছে। اَلنَّطِيْحَةُ যে বকরী শিং এর গুতায় মারা গিয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এর মধ্যে যে জন্তুটির তুমি লেজ বা চোখ নড়াচড়া করা অবস্থায় পাবে। সেটাকে যবাহ্ করবে এবং আহার করবে।

٥٠٨٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ ، فَكُلْهُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيْذٌ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلَابِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ ، فَخَشِيْتَ أَنْ يَكُوْنَ أَخَذَهُ مَعَهُ ، وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ -

৫০৮০ আবূ নু'আইম (র)...... 'আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে তীরের ফলকের আঘাত দ্বারা লব্ধ শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে নবী ﷺ বললেন : তীরের ধারাল অংশের দ্বারা যেটি নিহত হয়েছে সেটি খাও। আর ফলকের বাঁটের আঘাতে যেটি নিহত হয়েছে সেটি 'অকীয' (অর্থাৎ থেতলিয়ে যাওয়া মৃতের অন্তর্ভুক্ত)। আমি তাঁকে কুকুরের দ্বারা লব্ধ শিকার সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন : যে শিকারকে কুকুর তোমার জন্য ধরে রাখে সেটি খাও। কেননা, কুকুরের ঘায়েল করা যবাহ্র হুকুম রাখে। তবে তুমি যদি তোমার কুকুর বা কুকুরগুলোর সঙ্গে অন্য কুকুর পাও এবং তুমি আশংকা কর যে, অন্য কুকুরটিও তোমার কুকুরের শিকার পাকড়াও করেছে এবং হত্যা করেছে, তা হলে তা খেও না। কেননা, তুমি তো কেবল নিজের কুকুর ছাড়াকালে বিস্‌মিল্লাহ্ বলেছ। অন্যের কুকুরের ক্ষেত্রে তা বলনি।

٢١٦٨ . بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْمَقْتُوْلَةِ بِالْبُنْدُقَةِ تِلْكَ الْمَوْقُوْذَةُ وَكَرِهَهُ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيْمُ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ ، وَكَرِهَ الْحَسَنُ رَمْيَ الْبُنْدُقَةِ فِي الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا فِيْمَا سِوَاهُ

২১৬৮. পরিচ্ছেদ : তীর লব্ধ শিকার। বন্দুকের গুলিতে শিকার সম্বন্ধে ইব্ন 'উমর (রা) বলেছেন : এটি মাওকুযাহ্ বা থেতলিয়ে যাওয়া শিকারের অন্তর্ভুক্ত। সালিম, কাসিম, মুজাহিদ, ইব্রাহীম, 'আতা ও হাসান বসীর (র) একে মাকরূহ মনে করেন। হাসানের মতে গ্রাম এলাকা ও শহর এলাকায় বন্দুক দিয়ে শিকার করা মাকরূহ। তবে অন্যত্র শিকার করতে কোন দোষ নেই

banglainternet.com

٥٠٨١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ ، فَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيْذٌ فَلاَ تَأْكُلْ فَقُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِيْ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ قُلْتُ فَإِنْ أَكَلَ قَالَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا أَخَرَ قَالَ لاَ تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى أَخَرَ -

৫০৮১ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)..... 'আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে তীরের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ যদি তীরের ধারাল অংশ দ্বারা আঘাত করে থাক তাহলে খাও, আর যদি ফলকের আঘাত লেগে থাকে এবং শিকারটি মারা যায়, তা'হলে খেওনা। কেননা, সেটি ওয়াকীয বা থেতলিয়ে মরার অন্তর্ভুক্ত। আমি বললাম ঃ আমি তো শিকারের জন্য কুকুর ছেড়ে দেই। তিনি উত্তর দিলেন ঃ যদি তোমার কুকুরকে তুমি বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে ছেড়ে থাক, তা হলে খাও। আমি আবার বললাম ঃ যদি কুকুর কিছুটা খেয়ে ফেলে? তিনি বললেন ঃ তা হলে খেও না কেননা, সে তা তোমার জন্য ধরে রাখেনি বরং সে ধরেছে নিজের জন্যই। আমি বললাম ঃ আমি আমার কুকুরকে পাঠাবার পর যদি তার সঙ্গে অন্য কুকুরকেও দেখতে পাই, তখন? তিনি বললেন ঃ তাহলে খেওনা। কেননা, তুমি তো কেবল তোমার কুকুর ছাড়ার সময় বিসমিল্লাহ্ বলেছ, অন্য কুকুরের ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহ্ বলনি।

٢١٦٩. بَابُ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضِ بِعَرْضِهِ

২১৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ তীরের ফলকে আঘাত প্রাপ্ত শিকার

٥٠٨٢ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ قَالَ كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَإِنْ قَتَلْنَ قُلْتُ وَإِنَّا نَرْمِيْ بِالْمِعْرَاضِ قَالَ كُلْ مَا خَزَقَ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ -

৫০৮২ কাবীসা (র)..... 'আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলোকে শিকারে পাঠিয়ে থাকি। তিনি বললেন ঃ কুকুরগুলো তোমার জন্য যেটি ধরে রাখে সেটি খাও। আমি বললামঃ যদি ওরা হত্যা করে ফেলে? তিনি বললেন ঃ যদি ওরা হত্যাও করে ফেলে। আমি বললাম ঃ আমরা

banglainternet.com

তো ফলকের সাহায্যেও শিকার করে থাকি। তিনি বললেন ঃ সেটি খাও, যেটি তীরে যখম করেছে; আর যেটি তীরের পার্শ্বের আঘাতে মারা গেছে সেটি খেওনা।

٢١٧٠ . بَابُ صَيْدِ الْقَوْسِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ إِذَا ضَرَبَ صَيْدًا فَبَانَ مِنْهُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ لاَ تَأْكُلُ الَّذِي بَانَ وَتَأْكُلُ سَائِرَهُ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلْهُ وَ قَالَ الأَعْمَشُ عَنْ زَيْدٍ اُسْتُعْصِيَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ حِمَارٌ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيْثُ تَيَسَّرَ دَعُوا مَا سَقَطَ مِنْهُ وَكُلُوهُ

২১৭০. পরিচ্ছেদ ঃ ধনুকের সাহায্যে শিকার করা। হাসান ও ইব্‌রাহীম (র) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি শিকারকে আঘাত করে, ফলে তার হাত কিম্বা পা পৃথক হয়ে যায়, তাহলে পৃথক অংশটি খাওয়া যাবে না, অবশিষ্ট অংশটি খাওয়া যাবে। ইব্‌রাহীম (র) বলেছেন ঃ তুমি যদি শিকারের ঘাড়ে কিম্বা মধ্যভাগে আঘাত কর, তা হলে তা খাও। যায়েদের সূত্রে আ'মাশ (র) বলেছেন যে, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদের গোত্রে একটি গাধা নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল। তখন তিনি আদেশ দিয়েছিলেন ঃ তার দেহের যে অংশই সম্ভব হয় সেখানেই আঘাত কর। তারপর যে অংশটি ছিঁড়ে যাবে তা ফেলে দাও, আর অবশিষ্ট অংশ খাও

٥٠٨٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ ، وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ ، وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ ، فَمَا يَصْلُحُ لِي ، قَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ -

৫০৮৩ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র)..... আবূ সা'লাবা আল খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের এলাকায় বসবাস করি। আমরা কি তাদের থালায় খেতে পারি? তাছাড়া আমরা শিকারের অঞ্চলে থাকি। তীর ধনুকের সাহায্যে শিকার করি এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণবিহীন কুকুর দিয়ে শিকার করে থাকি। এমতাবস্থায় আমার জন্য কোনটা দুরস্ত হবে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ তুমি যে সকল আহলে কিতাবের কথা উল্লেখ করলে তাতে বিধান হল ঃ যদি ভিন্ন পাত্র পাও তাহলে তাদের পাত্রে খাবে না। আর যদি না পাও, তাহলে তাদের পাত্রগুলো ধৌত করে নাও। তারপর তাতে আহার কর। আর যে প্রাণীকে তুমি তোমার তীর ধনুকের সাহায্যে শিকার করেছ এবং বিস্‌মিল্লাহ্ পড়েছ সেটি খাও। আর

banglainternet.com

যে প্রাণীকে তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের সাহায্যে শিকার করেছ এবং বিস্‌মিল্লাহ্ পড়েছ, সেটি খাও। আর যে প্রাণীকে তুমি তোমার প্রশিক্ষণবিহীন কুকুর দ্বারা শিকার করেছ, সেটি যদি যবাহ্ করার সুযোগ পাও, তা হলে খেতে পার।

٢١٧١ . بَابُ الْخَذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ

২১৭১. পরিচ্ছেদ ঃ ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করা ও বন্দুক মারা

٥٠٨٤ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَاللَّفْظُ لِيَزِيْدَ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ لاَ تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ وَقَالَ إِنَّهُ لاَ يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلاَ يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ ، ثُمَّ رَاهُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ وَأَنْتَ تَخْذِفُ لاَ أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا -

৫০৮৪ ইউসুফ ইব্‌ন রাশেদ (র)..... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করছে। তখন তিনি তাকে বললেন ঃ পাথর নিক্ষেপ করোনা। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাথর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন অথবা রাবী বলেছেন ঃ পাথর ছোঁড়াকে তিনি অপছন্দ করতেন এবং নবী ﷺ বলেছেন ঃ এর দ্বারা কোন প্রাণী শিকার করা হয় না এবং কোন শত্রুকেও ঘায়েল করা হয় না। তবে এটি কারো দাঁত ভেংগে ফেলতে পারে এবং চোখ ফুঁড়ে দিতে পারে। তারপর তিনি আবার তাকে পাথর ছুঁড়তে দেখলেন। তখন তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীস বর্ণনা করেছিলাম যে, তিনি পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন অথবা তিনি তা অপছন্দ করেছেন। অথচ তুমি পাথর নিক্ষেপ করছ? আমি তোমার সঙ্গে কথাই বলব না– এতকাল এতকাল পর্যন্ত।

٢١٧٢ . بَابُ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

২১৭২. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি শিকার বা পশু-রক্ষার কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালন করে

٥٠٨٥ حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطَانِ -

banglainternet.com

৫০৮৫ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)...... ইব্‌ন 'উমর (রা) নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি এমন কুকুর লালন পালন করে যেটি পশুরক্ষার জন্যও নয় কিংবা শিকারের জন্যও নয়; তার আমল থেকে প্রত্যহ দুই কীরাত পরিমাণ হ্রাস পাবে।

٥٠٨٦ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبٌ ضَارٍ لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ـ

৫০৮৬ মাক্কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (রা)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন' উমর (রা) নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর কিংবা পশু রক্ষাকারী কুকুর ব্যতীত অন্য কোন কুকুর পোষে, সেই ব্যক্তির আমলের সাওয়াব থেকে প্রত্যহ দুই কীরাত পরিমাণ কমে যায়।

٥٠٨٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ـ

৫০৮৭ 'আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পশু রক্ষাকারী কিংবা শিকারী কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পালন করে, তার আমল থেকে প্রতিদিন দুই কীরাত পরিমাণ সওয়াব কমে যায়।

٢١٧٣. بَابُ إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ الصَّوَائِدَ وَالْكَوَاسِبَ ، اجْتَرَحُوا اكْتَسَبُوا ، تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ، إِلَى قَوْلِهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ ـ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَقَدْ أَفْسَدَهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَاللهُ يَقُولُ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَتُضْرَبُ وَتُعَلَّمُ حَتَّى يَتْرُكَ وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ ، وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَرِبَ الدَّمَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ

২১৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ শিকারী কুকুর যদি শিকারের কিছুটা খেয়ে ফেলে এবং মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে থাকে যে, তাদের জন্য কী হালাল করা হয়েছে?...... নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর – পর্যন্ত। (মায়িদাহ ঃ ৫ঃ ৪) اجْتَرَحُوا তারা যা উপার্জন করেছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ যদি কুকুর শিকারের কিছুটা খেয়ে ফেলে, তবে সে শিকার নষ্ট করে ফেলল। কেননা, সে তো তখন নিজের জন্য ধরেছে বলে গণ্য হবে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ "যেগুলোকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছ যে ভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে শিক্ষা দান করেছেন। কাজেই কুকুরকে প্রহার করতে হবে এবং শিক্ষা দিতে হবে, যাতে সে শিকার খাওয়া

banglainternet.com

বর্জন করে।" ইব্‌ন উমর (রা) এটিকে মাকরূহ বলতেন। আতা (রা) বলেছেন কুকুর যদি রক্ত পান করে আর গোশ্‌ত না খায় তাহলে (সেই শিকার) খেতে পারে

٥٠٨٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَصِيْدُ بِهٰذِهِ الْكِلاَبِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ قَتَلْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنِّيْ أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلاَبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلْ -

৫০৮৮ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র)..... 'আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আমরা এমন সম্প্রদায়, যারা এ সকল কুকুরের দ্বারা শিকার করে থাকি। তিনি বললেন ঃ তুমি যদি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলোকে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে পাঠিয়ে থাক তাহলে ওরা যেগুলো তোমাদের জন্য ধরে রাখে, তা খাও; যদিও শিকারকে কুকুর হত্যা করে ফেলে। তবে যদি কুকুর শিকারের কিছুটা খেয়ে ফেলে (তাহলে খাবে না)। কেননা, তখন আমার আশংকা হয় যে, সে শিকার নিজেরই উদ্দেশ্যে ধরেছে। আর যদি তার সঙ্গে অন্য কুকুর মিলে যায়, তাহলে খাবে না।

٢١٧٤ . بَابُ الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً

২১৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ শিকার যদি দুই বা তিনদিন শিকারী থেকে অদৃশ্য থাকে

٥٠٨٩ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِذَا خَالَطَ كِلاَبًا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ فَلاَ تَأْكُلْ ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ أَيُّهَا قَتَلَ ، وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلاَّ أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ * وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِرُ أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيْهِ سَهْمُهُ قَالَ يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ -

৫০৮৯ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)..... 'আদী ইব্‌ন হাতিম (র)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ তুমি যদি তোমার কুকুরকে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে পাঠাও, এরপর কুকুর শিকার পাকড়াও করে এবং মেরে ফেলে, তবে তুমি তা খেতে পার। আর যদি কুকুর কিছুটা খেয়ে ফেলে, তাহলে খাবে না। কেননা, সে তো নিজের জন্যই ধরেছে। আর যদি এমন কুকুরদের সঙ্গে মিশে যায়, যাদের উপর বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া হয়নি এবং সেগুলো শিকার ধরে মেরে ফেলে, তা হলে তা খাবে না। কেননা, তুমি তো জান না যে, কোন কুকুরটি হত্যা করেছে? আর যদি তুমি শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে

banglainternet.com

থাক; এরপর তা একদিন বা দুইদিন পর এমতাবস্থায় হাতে পাও যে, তার গায়ে তোমার তীরের আঘাত ছাড়া অন্য কিছু নেই, তাহলে খাও। আর যদি তা পানির মধ্যে পড়ে থাকে, তা হলে তা খাবে না। 'আবদুল আলা দাউদ সূত্রে আদী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে এবং দুই তিন দিন পর্যন্ত সেই শিকারের অনুসন্ধানের পর মৃত অবস্থায় পায় এবং দেখে যে, তার গায়ে তার তীর লেগে রয়েছে (তখন সে কি করবে)? নবী ﷺ বললেন ঃ ইচ্ছা করলে সে তা খেতে পারে।

٢١٧٥. بَابُ إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ

২১৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ শিকারের সাথে যদি অন্য কুকুর পাওয়া যায়

٥٠٩٠ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِيْ وَأُسَمِّي ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ ، فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، قُلْتُ إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي أَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ لاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ فَقَالَ لاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلاَ تَأْكُلْ -

৫০৯০ আদাম (র)..... 'আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে আমার কুকুরকে পাঠিয়ে থাকি। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি যদি বিসমিল্লাহ্ পড়ে তোমার কুকুরটিকে পাঠিয়ে থাক, এরপর সে শিকার ধরে মেরে ফেলে এবং কিছুটা খেয়ে নেয়, তা হলে তুমি খেয়ো না। কেননা, সে তো নিজের জন্যই তা ধরেছে। আমি বললাম ঃ আমি আমার কুকুরটিকে পাঠালাম পরে তার সঙ্গে অন্য কুকুরও দেখতে পেলাম। আমি ঠিক জানি না উভয়ের কে শিকার ধরেছে। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি তা খেয়ো না। কেননা, তুমি তো তোমার কুকুরের উপরই বিস্‌মিল্লাহ্ পড়েছ, অন্যটির উপর পড়নি। আমি তাঁকে তীরের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি তীরের ধার দিয়ে আঘাত করে থাক, তাহলে খাও। আর যদি পার্শ্বের দ্বারা আঘাত কর আর তাতে তা মারা যায়, তাহলে সেটি ওয়াকীয-থেতলিয়ে মারার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা খেয়ো না।

٢١٧٦. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ التَّصَيُّدِ

২১৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ শিকারে অভ্যস্ত হওয়া সম্পর্কে

banglainternet.com

٥٠٩١ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنِي ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهٰذِهِ الْكِلاَبِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ

وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلْ -

৫০৯১ মুহাম্মদ (র)..... 'আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করে বললাম ঃ আমরা এমন সম্প্রদায়, যারা এ সকল কুকুরের দ্বারা শিকার করতে অভ্যস্ত। তিনি বললেন ঃ তুমি যদি আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে (বিস্‌মিল্লাহ্ বলে) তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলোকে পাঠাও, তাহলে কুকুরগুলো তোমার জন্য যা ধরে রাখবে, তুমি তা খেতে পার। তবে কুকুর যদি কিছুটা খেয়ে ফেলে, তাহলে তুমি খেয়ো না। কেননা, আমার আশংকা হয় যে, সে তখন নিজের জন্যই ধরেছে। আর যদি তার সঙ্গে অন্যান্য কুকুর শামিল হয়, তাহলেও খেয়ো না।

٥٠٩٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ حَيْوَةَ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيْعَةَ بْنَ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ إِدْرِيْسَ عَائِذُ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأْكُلُ فِيْ آنِيَتِهِمْ ، وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيْدُ بِقَوْسِي ، وَأَصِيْدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ ، وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا ، فَأَخْبِرْنِي مَا لَذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذٰلِكَ ؟ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِيْ آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلاَ تَأْكُلُوْا فِيْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَاغْسِلُوْهَا ثُمَّ كُلُوْا فِيْهَا ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ ، فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ -

৫০৯২ আবূ 'আসিম ও আহ্মাদ ইব্ন আবূ রাজা (র)..... আবূ সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আহ্লে কিতাব সম্প্রদায়ের এলাকায় বসবাস করি, তাদের পাত্রে আহার করি। আর আমরা শিকারের অঞ্চলে থাকি, শিকার করি তীর ধনুক দিয়ে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এমন কুকুর দিয়েও। অতএব আমাকে বলে দিন, এর মধ্যে আমাদের জন্য কোন্‌টি হালাল? তিনি বললেনঃ তুমি যা উল্লেখ করেছ, তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের এলাকায় বসবাস কর, তাদের পাত্রে খানা খাও। তবে যদি তাদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র পাও, তাহলে তাদের পাত্রে আহার করো না। আর যদি না পাও, তাহলে ঐ গুলো ধৌত করে তারপর তাতে আহার করবে। আর তুমি উল্লেখ করেছ যে তুমি শিকারের অঞ্চলে থাক। তুমি যা তীর ধনুক দ্বারা শিকার কর, তাতে তুমি বিস্‌মিল্লাহ্ পড়বে এবং তা

banglainternet.com

খাবে। তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে যা শিকার কর, তাতে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়বে এবং তা খাবে। আর তুমি যা শিকার কর তোমার এমন কুকুরের দ্বারা যেটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নয়, সেখানে যদি যবাহ্ করার সুযোগ পাও, তাহলে খেতে পার।

٥٠٩٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْفَحْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْهَا حَتّٰى لَغِبُوْا فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتّٰى أَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَبَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا فَقَبِلَهُ -

৫০৯৩ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মাররুয যাহরান নামক স্থানে একটি খরগোশ ধাওয়া করলাম। লোকজন তার পেছনে ছুটতে থাকে এবং তারা ব্যর্থ হয়। এরপর আমি তার পেছনে ছুটলাম। অবশেষে সেটি ধরে ফেললাম। তারপর আমি এটিকে আবূ তালহার নিকট নিয়ে এলাম। তিনি এটির উভয় রান ও নিতম্ব নবী ﷺ -এর নিকট পাঠান। নবী ﷺ সেটি গ্রহণ করেন।

٥٠٩٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلٰى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَتّٰى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيْقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِيْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوٰى عَلٰى فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوْهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا ، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبٰى بَعْضُهُمْ ، فَلَمَّا أَدْرَكُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَأَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوْهَا اللهُ -

৫০৯৪ ইসমাঈল (র)..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন। অবশেষে তিনি মক্কার কোন এক রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি তাঁর কয়েকজন সঙ্গীসহ পেছনে পড়ে গেলেন। তাঁরা ছিলেন ইহরাম বাঁধা অবস্থায়। আর তিনি ছিলেন ইহ্‌রাম ছাড়া অবস্থায়। তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেয়ে তার ঘোড়ার উপর আরোহণ করলেন। তারপর সাথীদের তাঁর হাতে তাঁর চাবুক তুলে দিতে অনুরোধ করলেন। তাঁরা অস্বীকার করলেন। অবশেষে তিনি নিজেই সেটি তুলে নিলেন এবং গাধাটির পিছনে দ্রুতবেগে ছুটলেন এবং সেটিকে হত্যা করলেন। নবী ﷺ -এর সাহাবীদের কেউ কেউ তা খেলেন, আবার কেউ কেউ তা খেতে অস্বীকার করলেন। পরিশেষে তাঁরা যখন নবী ﷺ -এর কাছে পৌঁছলেন তখন তাঁরা বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন ঃ এটি তো এমন খাদ্য যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের খাওয়ার জন্য দিয়েছেন।

banglainternet.com

٥٠٩٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ -

৫০৯৫ ইসমা'ঈল (র)..... আবূ কাতাদা (রা)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে রয়েছে যে, তিনি বললেন ঃ তোমাদের সাথে কি তার কিছু গোশ্‌ত আছে?

٢١٧٧ . بَابُ التَّصَيُّدِ عَلَى الْجِبَالِ

২১৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ পাহাড়ে শিকার করা

٥٠٩٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِيْ قَتَادَةَ وَأَبِيْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ ، وَأَنَا رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ ، وَكُنْتُ رَقَّاءً عَلَى الْجِبَالِ فَبَيْنَا أَنَا عَلَى ذٰلِكَ إِذْ رَأَيْتُ النَّاسَ مُتَشَوِّفِيْنَ لِشَيْءٍ ، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ ، فَإِذَا هُوَ حِمَارُ وَحْشٍ فَقُلْتُ لَهُمْ مَا هٰذَا قَالُوْا لاَ نَدْرِيْ قُلْتُ هُوَ حِمَارٌ وَحْشِيٌّ فَقَالُوْا هُوَ مَا رَأَيْتُ وَكُنْتُ نَسِيْتُ سَوْطِي فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِلُوْنِيْ سَوْطِي فَقَالُوْا لاَ نُعِيْنُكَ عَلَيْهِ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ ضَرَبْتُ فِيْ أَثَرِهِ فَلَمْ يَكُنْ إِلاَّ ذٰلِكَ حَتَّى عَقَرْتُهُ فَأَتَيْتُ إِلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَهُمْ قُوْمُوْا فَاحْتَمِلُوْا قَالُوْا لاَ نَمَسُّهُ فَحَمَلْتُهُ حَتَّى جِئْتُهُمْ بِهِ ، فَأَبَى بَعْضُهُمْ ، وَأَكَلَ بَعْضُهُمْ ، فَقُلْتُ أَنَا أَسْتَوْفِفُ لَكُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَدْرَكْتُهُ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيْثَ فَقَالَ لِي أَبَقِيَ مَعَكُمْ شَيْءٌ مِنْهُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ، فَقَالَ كُلُوْا فَهُوَ طُعْمٌ أَطْعَمَكُمُوْهَا اللهُ -

৫০৯৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সুলায়মান (র)..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী সফরে নবী ﷺ -এর সংগে ছিলাম। অন্যরা ছিলেন ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায়। আর আমি ছিলাম ইহ্‌রাম বিহীন এবং ঘোড়ার উপর সাওয়ার। পর্বত আরোহণে আমি ছিলাম দক্ষ। এমন সময়ে আমি লোকজনকে দেখলাম যে, তারা আগ্রহ সহকারে কি যেন দেখছে। কাজেই আমিও দেখতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি একটি বন্য গাধা। আমি লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এটি কি? তারা উত্তর দিল ঃ আমরা জানি না। আমি বললাম ঃ এটি বন্য গাধা? তারা বলল ঃ এটি তাই তুমি যা দেখছ। আমি আমার চাবুকের কথা ভুলে গিয়েছিলাম, তাই তাদের বললাম ঃ আমাকে আমার চাবুকটি তুলে দাও। তারা বলল ঃ আমরা তোমাকে এ কাজে সাহায্য করব না। অগত্যা আমি নেমে চাবুকটি তুলে নিলাম। তারপর সেটির পেছনে

banglainternet.com

ছুটলাম। অবশেষে আমি সেটিকে ঘায়েল করলাম এবং তাদের কাছে এসে বললাম ঃ যাও, এটাকে তুলে নিয়ে আসো। তারা বলল ঃ আমরা ওটিকে স্পর্শ করবো না। তখন আমি নিজেই সেটিকে তুলে তাদের কাছে নিয়ে এলাম। তাদের মধ্যে কয়েকজন তা খেতে অসম্মতি প্রকাশ করল। আর কয়েকজন তা খেল। আমি বললাম ঃ আমি নবী ﷺ -এর নিকট থেকে তোমাদের জন্য বিষয়টি জেনে নেব। এরপর আমি তাঁকে পেলাম এবং এ ঘটনা শুনালাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ তোমাদের সংগে সেটির অবশিষ্ট কিছু আছে কি? আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ খাও। কেননা, এটি তো এমন খাবারের জিনিস যা আল্লাহ্ তোমাদের খাওয়ার জন্য দিয়েছে।

٢١٧٨. بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ - وَ قَالَ عُمَرُ صَيْدُهُ مَا اصْطِيْدَ وَطَعَامُهُ مَا رَمَي بِهِ، وَقَالَ أَبُوبَكْرٍ الطَّافِيْ حَلاَلٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَعَمُهُ مَيْتَتُهُ ، إِلاَّ مَا قَذِرْتَ مِنْهَا، وَالْجِرِيُّ لاَ تَاكُلُهُ الْيَهُوْدُ وَنَحْنُ نَاكُلُهُ، وَقَالَ شُرَيْحٌ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّ شَيْءٍ فِيْ الْبَحْرِ مَذْبُوْحٌ ، وَقَالَ عَطَاءٌ أَمَّا الطَّيْرُ فَأَرَى أَنْ يَذْبَحَهُ ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ صَيْدُ الأَنْهَارِ وَقِلاَتِ السَّيْلِ أَصَيْدُ بَحْرٍ هُوَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، ثُمَّ تَلاَ : هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَاكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا، وَرَكِبَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى سَرْجٍ مِنْ جُلُوْدِ كِلاَبِ الْمَاءِ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكَلُوْ الضَّفَادِعَ لأَطْعَمْتُهُمْ ، وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بِالسُّلَحْفَاةِ بَاْسًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كُلْ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ وَإِنْ صَادَهُ نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُوْدِيٌّ أَوْ مَجُوْسِيٌّ ، وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فِي الْمُرِي ذَبَحَ الْخَمَرَ النِّيْنَانُ وَالشَّمْسُ

২১৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র ইরশাদ ঃ তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে,..... (৫ ঃ ৯৬)। 'উমর (রা) বলেছেন 'صيده' যা শিকার করা হয়, আর 'طعامه' সমুদ্র যাকে নিক্ষেপ করে। আবূ বক্র (রা) বলেছেন ঃ মরে যা ভেসে উঠে তা হালাল। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ 'طعامه' সমুদ্রে প্রাপ্ত মৃত জানোয়ার খাদ্য, তবে তন্মধ্যে যেটি ঘৃণিত সেটি ছাড়া। বাইন জাতীয় মাছ ইয়াহূদীরা খায় না, আমরা খাই। নবী ﷺ -এর সাহাবী আবূ শুরায়হ (রা) বলেছেন ঃ সমুদ্রের সব জিনিসই যবাহকৃত বলে গণ্য। আতা (র) বলেছেন ঃ (সমুদ্রের) পাখি সম্পর্কে আমার মত সেটিকে যবাহ্ করতে হবে। ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, আমি আতা (র)-কে খাল, বিল, নদী-নালা ও জলাশয়ের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এ গুলো কি সমুদ্রের শিকারের অন্তর্ভুক্ত? তিনি উত্তর দিলেন ঃ হাঁ। তারপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ 'هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَمِلْحٌ أُجَاجٌ' এর পানি সুস্বাদু ও তৃপ্তিদায়ক (যা

banglainternet.com

পান করার উপযোগী) আর অপরটির পানি লোনা ও বিস্বাদ। আর এর প্রত্যেকটি থেকেই তোমরা খাও তাজা গোশ্‌ত।' হাসান সমুদ্রের কুকুরের চামড়ায় নির্মিত ঘোড়ার গদির উপর আরোহণ করেছেন। শা'বী (র) বলেছেন ঃ আমার পরিবারের লোকেরা যদি ব্যাঙ খেত, তা হলে আমি তাদের তা খাওয়াতাম। হাসান (র) কচ্ছপ খাওয়াকে দোষের মনে করতেন না। 'ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন ঃ সমুদ্রের সব ধরনের শিকার খেতে পার, যদিও তা কোন ইয়াহূদী কিংবা খৃস্টান কিংবা অগ্নিপূজক শিকার করে থাকে। আবুদ্ দারদা (রা) বলেন ঃ মাছ ও সূর্যের তাপ শরাবকে পাক করে

٥٠٩٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ ، وَأُمِّرَ أَبُو عُبَيْدَةَ فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا لَمْ يُرَ مِثْلُهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ -

৫০৯৭ মুসাদ্দাদ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'জায়শুল খাবত' অভিযানে ছিলাম। আমাদের সেনাপতি নিয়োগ করা হয়েছিল আবূ উবায়দা (রা)-কে। এক সময় আমরা ভীষণভাবে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লে, সমুদ্র এমন একটি মৃত মাছ তীরে নিক্ষেপ করল যে, এত বড় মাছ কখনো দেখা যায়নি। এটিকে 'আম্বর' বলা হয়। আমরা অর্ধমাস যাবত এটি খেলাম। আবূ উবায়দা (রা) এর একটি হাড় তুলে ধরলেন এবং এর নীচে দিয়ে একজন অশ্বারোহী অনায়াসে বেরিয়ে গেল।

٥٠٩٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ بَعَثَنَا النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَ مِائَةِ رَاكِبٍ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ فَسُمِّيَ جَيْشَ الْخَبَطِ وَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا بِوَدَكِهِ حَتَّى صَلَحَتْ أَجْسَامُنَا قَالَ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ ، وَكَانَ فِيهَا رَجُلٌ فَلَمَّا اشْتَدَّ الْجُوعُ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ -

৫০৯৮ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ আমাদের তিনশ' সাওয়ার পাঠালেন – আমাদের সেনাপতি ছিলেন আবূ উবায়দা (রা)। উদ্দেশ্য ছিল আমরা যেন কুরাইশদের একটি কাফেলার অপেক্ষা করি। তখন আমাদের ভীষণ ক্ষিধে পেল। এমন কি আমরা 'الخبط' (গাছের পাতা) খেতে আরম্ভ করলাম। ফলে এ বাহিনীর নামকরণ করা হয় "জায়শুল খাবত"। তখন সমুদ্র আম্বর নামক একটি মাছ পাড়ে তুলে দেয়। আমরা এটি থেকে

banglainternet.com

অর্ধমাস যাবত আহার করলাম। আমরা এর চর্বি তেল রূপে গায়ে মাখতাম। ফলে আমাদের শরীর সতেজ হয়ে উঠে। আবূ উবায়দা (রা) মাছটির পাজরের কাঁটাগুলোর একটি খাড়া করে ধরলেন, তখন একজন অশ্বারোহী তার নীচ দিয়ে অতিক্রম করে গেল। আমাদের মধ্যে (কোয়স ইবন না'দ) এক ব্যক্তি ছিলেন, খাদ্যাভাব তখন ভীষণ আকার ধারণ করেছিল। তখন তিনি তিনটি উট যবাহ্ করেন। তারপর আরো তিনটি যবাহ্ করেন। এরপর আবূ উবায়দা (রা) তাঁকে বারণ করলেন।

٢١٧٩ . بَابُ اَكْلِ الْجَرَادِ

২১৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ ফড়িং খাওয়া

٥٠٩٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ يَعْفُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِيْ اَوْفَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ اَوْ سِتًّا كُنَّا نَاْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ قَالَ سُفْيَانُ وَاَبُوْ عَوَانَةَ وَاِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ يَعْفُوْرٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ اَوْفَى سَبْعَ غَزَوَاتٍ -

৫০৯৯ আবুল ওয়ালীদ (র)..... ইবন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী ﷺ -এর সংগে সাতটি কিংবা ছয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমরা তাঁর সংগে ফড়িং ও খাই। সুফিয়ান, আবূ আওয়ানা ও ইসরাইল এরা আবূ ইয়াফূর ইবন আওফার সূত্রে বর্ণনা করেছেন সাতটি যুদ্ধে।

٢١٨٠ . بَابُ آنِيَةِ الْمَجُوْسِ وَالْمَيْتَةِ

২১৮০. পরিচ্ছেদ ঃ অগ্নিপূজকদের বাসনপত্র ও মৃত জানোয়ার

٥١٠٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ حَيْوَةَ ابْنِ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا بِاَرْضِ اَهْلِ الْكِتَابِ فَنَاْكُلُ فِيْ اٰنِيَتِهِمْ وَبِاَرْضِ صَيْدٍ اَصِيْدُ بِقَوْسِيْ وَاَصِيْدُ بِكَلْبِيْ الْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِيْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَمَّا مَا ذَكَرْتَ اَنَّكَ بِاَرْضِ اَهْلِ كِتَابٍ فَلاَ تَاْكُلُوْا فِيْ اٰنِيَتِهِمْ اِلاَّ اَنْ لاَ تَجِدُوْا بُدًّا فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا بُدًّا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا ، وَاَمَّا مَا ذَكَرْتَ اَنَّكُمْ بِاَرْضِ صَيْدٍ ، فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِيْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ ، فَاَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ -

৫১০০ আবূ আসিম (র)..... আবূ সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আহলে কিতাবের এলাকায় বাস করি, তাদের পাত্রে খাই এবং আমরা শিকারের এলাকায় বাস করি, তীর-ধনুকের সাহায্যে শিকার করি

banglainternet.com

এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ও প্রশিক্ষণবিহীন কুকুরের সাহায্যে শিকার করি। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি যে বললে তোমরা আহলে কিতাবের ভূখণ্ডে থাক, অপারগ না হলে তাদের বাসন পত্রে খেও না, যদি কোন উপায় না পাও তাহলে সেগুলো ধুয়ে তাতে খেয়ো। আর তুমি যে বললে, তোমরা শিকারের অঞ্চলে বাস কর, যদি তুমি তোমার তীরের দ্বারা যা শিকার করতে চাও, সেখানে আল্লাহ্‌র নাম নেও এবং খাও। আর তুমি যা তোমার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরের সাহায্যে শিকার কর, সেখানে আল্লাহ্‌র নাম নেও এবং খাও। আর তুমি যা শিকার কর তোমার প্রশিক্ষণবিহীন কুকুরের সাহায্যে এবং তা যবাহ্ করার সুযোগ (অর্থাৎ জীবিত) পাও, তবে তা (যবাহ্ করে) খাও।

٥١٠١ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مَا أَوْقَدْتُمْ هٰذِهِ النِّيرَانَ، قَالُوا لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ قَالَ أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا ، وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ ذَاكَ -

৫১০১ মাক্কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের দিন সন্ধ্যায় মুসলমানগণ আগুন জ্বালালেন। নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কি জন্য এ সব আগুন জ্বালিয়েছ? তারা বলল ঃ গৃহ পালিত গাধার গোশ্‌ত। তিনি বললেন ঃ পাতিলের সব কিছু ফেলে দাও এবং পাতিলগুলো ভেঙ্গে ফেল। দলের একজন দাঁড়িয়ে বলল ঃ পাতিলের সব কিছু ফেলে দেই এবং পাতিলগুলো ধুয়ে নেই? নবী ﷺ বললেন ঃ তাও করতে পার।

٢١٨١ . بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ - وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ، وَالنَّاسِي لَا يُسَمَّى فَاسِقًا، وَقَوْلِهِ : وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

২১৮১. পরিচ্ছেদ ঃ যবাহের বস্তুর উপর বিস্‌মিল্লাহ্ বলা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে যে বিস্‌মিল্লাহ্ তরক করে। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ কেউ বিসমিল্লাহ্ বলতে ভুলে গেলে তাতে কোন দোষ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ "যে সব প্রাণীর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয় নি, তা থেকে আহার করো না। তা অবশ্যই গুনাহের কাজ।" আর যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ্ বলতে ভুলে যায়, তাকে গুনাহ্‌গার বলা যায় না। আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেন ঃ "শয়তানরা তাদের বন্ধুদের প্ররোচনা দেয়......(শেষ পর্যন্ত)

banglainternet.com

٥١٠٢ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ

فَأَصَابَ النَّاسَ جُوْعٌ فَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَمًا ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ أُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَعَجِلُوْا فَنَصَبُوْا الْقُدُوْرَ فَدُفِعَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقُدُوْرِ فَأُكْفِئَتْ ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيْرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيْرَةٌ فَطَلَبُوْهُ فَأَعْيَاهُمْ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا ، قَالَ وَقَالَ جَدِّيْ إِنَّا لَنَرْجُوْ أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ ، فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ ، وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْهُ ، أَمَّا السِّنُّ عَظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ -

৫১০২ মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী ﷺ -এর সংগে 'যুল হুলায়ফা' নামক স্থানে ছিলাম। লোকজন ক্ষধার্ত হয়ে পড়ে। তখন আমরা কিছু সংখ্যাক উট ও বকরী (গনীমত স্বরূপ) লাভ করি। নবী ﷺ ছিলেন সকলের পেছনে। সবাই তাড়াতাড়ি করল এবং পাতিল চড়িয়ে দিল। নবী ﷺ তাদের কাছে এসে পৌছলেন। তখন তিনি পাতিলগুলো ঢেলে দিতে নির্দেশ দিলেন। পাতিলগুলো ঢেলে দেওয়া হল। তারপর তিনি (প্রাপ্ত গনীমত) বন্টন করলেন। দশটি বক্‌রী একটি উটের সমান গণ্য করলেন। এ সময়ে একটি উট পালিয়ে গেল। দলে অশ্বারোহীর সংখ্যা ছিল খুব কম। তারা উটটির পেছনে ছুটল কিন্তু তারা সেটি কাবু করতে ব্যর্থ হল। অবশেষে একজন উটটির প্রতি তীর নিক্ষেপ করলে আল্লাহ্ উটটিকে থামিয়ে দিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ এ সকল চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে বন্য জানোয়ারের ন্যায় পালিয়ে যাওয়ার স্বভাব আছে। কাজেই যখন কোন প্রাণী তোমাদের থেকে পালিয়ে যায়, তখন তার সাথে তোমরা অনুরূপ ব্যবহার করবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার দাদা বলেছেন, আমরা আশা করছিলাম, কিংবা তিনি বলেছেন, আমরা আশংকা করছিলাম যে, আগামীকাল আমরা শত্রুদের সম্মুখীন হতে পারি। অথচ আমাদের নিকট কোন ছুরি নেই। তাহলে আমরা কি বাঁশের (বাখারী) দিয়ে যবাহ্ করবো? নবী ﷺ বললেন ঃ যে জিনিস রক্ত প্রবাহিত করে দেয় এবং তাতে বিসমিল্লাহ্ বলা হয় তা খাও। তবে দাঁত ও নখ দিয়ে নয়। এ সম্পর্কে আমি তোমাদের অবহিত করছি যে, দাঁত হল হাড় বিশেষ, আর নখ হল হাবশী সম্প্রদায়ের ছুরি।

٢١٨٢ . بَابُ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَالْأَصْنَامِ

২১৮২. পরিচ্ছেদ ঃ যে জন্তুকে দেব-দেবী ও মূর্তির নামে যবাহ্ করা হয়

٥١٠٣ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ أَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ

banglainternet.com

نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحَ وَذَاكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْوَحْيُ فَقَدَّمَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سُفْرَةً فِيْهَا لَحْمٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ، ثُمَّ قَالَ إِنِّيْ لاَ أَكُلُ مِمَّا تَذْبَحُوْنَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ وَلاَ أَكُلُ إِلاَّ مَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ -

৫১০৩ মু'আল্লা ইব্‌ন আসাদ (র)..... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'বালদাহ' নামক স্থানে নিম্ন অঞ্চলে যায়েদ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন নুফায়লের সংগে সাক্ষাত করেন। ঘটনাটি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর অহী নাযিল হওয়ার আগের। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে দস্তরখান বিছানো হল। তাতে ছিল গোশ্‌ত। তখন যায়েদ ইব্‌ন 'আমর তা থেকে খেতে অস্বীকার করলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের দেব-দেবীর নামে যা যবাহ্ কর, তা থেকে আমি খাই না। আমি কেবল তাই খাই যা আল্লাহ্‌র নামে যবাহ্ করা হয়েছে।

٢١٨٣ . بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ

২১৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর ইরশাদ ঃ আল্লাহ্‌র নামে যবাহ্ করবে

٥١٠٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أُضْحِيَّةً ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا إِنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوْا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوْا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ -

৫১০৪ কুতায়বা (র)..... জুনদুব ইব্‌ন সুফিয়ান বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে কুরবানী উদ্‌যাপন করলাম। তখন কতক লোক সালাতের আগেই তাদের কুরবানীর পশুগুলো যবাহ্ করে নিয়েছিল। নবী ﷺ সালাত থেকে ফিরে যখন দেখলেন, তারা সালাতের আগেই যবাহ্ করে ফেলেছে, তখন তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি সালাতের আগে যবাহ্ করেছে, সে যেন তার বদলে আরেকটি যবাহ্ করে নেয়। আর যে ব্যক্তি আমাদের সালাত আদায় করা পর্যন্ত যবাহ্ করেনি, সে যেন এখন আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যবাহ্ করে।

٢١٨٤ . بَابُ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ الْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَدِيْدِ

২১৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ যে জিনিস রক্ত প্রবাহিত করে অর্থাৎ বাঁশ, পাথর ও লোহা

٥١٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ ، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ

banglainternet.com

مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا ، فَقَالَ لأَهْلِهِ لاَ تَأْكُلُوْا حَتَّى آتِيَ النَّبِـــيَّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَكْلِهَا -

৫১০৫ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (র)..... ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইব্ন 'উমর (রা)-কে জানিয়েছেন যে, তাঁর পিতা (কা'ব) তাকে বলেছেন ঃ তাদের একটি দাসী 'সালা' নামক স্থানে বক্‌রী চরাত। এক সময় সে দেখতে পেল, পালের একটি বক্‌রী মারা যাচ্ছে। সে একটি পাথর ভেঙ্গে তা দিয়ে সেটি যবাহ্ করল। তখন তিনি (কা'ব) পরিবারের লোকজনকে বললেন ঃ আমি নবী ﷺ -এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আসার আগে তোমরা তা খেয়ো না। অথবা তিনি বলেছেনঃ আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করার এমন কাউকে পাঠিয়ে জেনে নেওয়ার আগে তোমরা তা খেয়ো না। এরপর তিনি নবী ﷺ -এর কাছে এলেন অথবা তিনি কাউকে তাঁর নিকট পাঠালেন তখন নবী ﷺ সেটি খেতে আদেশ দিলেন।

٥١٠٦ حَدَّثَنَا مُوْسَى حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ أَخْبَرَ عَبْـــدَ اللهِ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِيْ بِالسُّوْقِ وَهُوَ بِسَلْعٍ ، فَأُصِيبَتْ شَـــاةٌ فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا فَذَكَرُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا -

৫১০৬ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র)..... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, কা'ব ইব্ন মালিকের একটি দাসী বাজারের কাছে অবস্থিত 'সালা' নামক ছোট পাহাড়ের উপর তার বক্‌রী চরাতো। তন্মধ্যে একটি বক্‌রী মরণাপন্ন হয়ে পড়ে। সে এটিকে ধরল এবং পাথর ভেংগে তা দিয়ে সেটিকে যবাহ্ করে। তখন লোকজন নবী ﷺ -এর নিকট ঘটনাটি উল্লেখ করলে তিনি তাদের তা খাওয়ার অনুমতি দেন।

٥١٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَيْسَ لَنَا مُدًى ، فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُـــلْ ، لَيْسَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ ، أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَنَدَّ بَعِيْرٌ فَحَبَسَهُ ، فَقَـــالَ إِنَّ لِهٰذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوْا هٰكَذَا -

৫১০৭ আবদান (র)..... রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের কাছে কোন ছুরি নেই। নবী ﷺ উত্তর দিলেন ঃ যে জিনিস রক্ত প্রবাহিত করে এবং যার উপর আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়, তা খাও। তবে দাঁত ও নখ দিয়ে নয়। নখ হল হাবশীদের ছুরি, আর দাঁত হল হাড়। তখন একটি উট পালিয়ে গেল। তীর নিক্ষেপ করে সেটিকে আটকানো হল। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ এ সকল উটের মধ্যে বন্য জন্তুর মত পালিয়ে যাওয়ার অভ্যাস আছে। কাজেই তন্মধ্যে কোনটি যদি তোমাদের আয়ত্বের বাইরে চলে যায়, তাহলে তার সাথে এরূপ ব্যবহার কর।

banglainternet.com

٢١٨٥ . بَابُ ذَبِيْحَةِ الْمَرْأَةِ وَالْأَمَةِ

২১৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ দাসী ও মহিলার যবাহ্কৃত জন্তু

٥١٠٨ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا * وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُخْبِرُ عَبْدَ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبٍ بِهٰذَا -

৫১০৮ সাদকা (র)..... কাব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক মহিলা পাথরের সাহায্যে একটি বক্‌রী যবাহ্ করেছিল। এ ব্যাপারে নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সেটি খাওয়ার নির্দেশ দেন। লায়স (র) নাফি' (র) সূত্রে বলেন ঃ তিনি জনৈক আনসারকে নবী ﷺ থেকে 'আবদুল্লাহ্ সম্পর্কে বলতে শুনেছেন যে, কা'ব (রা)-এর একটি দাসী..... । পরবর্তী অংশ উক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٥١٠٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ فَأُصِيْبَتْ شَاةٌ مِنْهَا ، فَأَدْرَكْتُهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ كُلُوْهَا -

৫১০৯ ইসমা'ঈল (র)..... জনৈক আনসারী থেকে তিনি মু'আয ইব্ন সা'দ কিংবা সা'দা ইব্ন মু'আয (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-এর একটি দাসী 'সালা' পাহাড়ে বক্‌রী চরাতো। বক্‌রীগুলোর মধ্যে একটিকে মরোণ্মুখ দেখে সে একটি পাথর দিয়ে সেটিকে যবাহ্ করল। এই ব্যাপারে নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হল তিনি বললেন ঃ সেটি খাও।

٢١٨٦ . بَابُ لاَ يُذَكَّى بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَالظُّفُرِ

২১৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ দাঁত, হাড় ও নখের সাহায্যে যবাহ্ করা যাবে না

٥١١٠ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبَايَةَ ابْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلْ يَعْنِيْ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ إِلاَّ السِّنَّ وَالظُّفُرَ -

৫১১০ কাবীসা (র)..... রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ খাও অর্থাৎ যা রক্ত প্রবাহিত করে তবে দাঁত ও নখের দ্বারা নয়।

banglainternet.com

٢١٨٧ . بَابُ ذَبِيْحَةِ الأَعْرَابِ وَنَحْوِهِمْ

২১৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ বেদুঈন ও তাদের মত লোকের যবাহ্কৃত জন্তু

٥١١١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُوْنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أُذْكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ، فَقَالَ سَمُّوْا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوْهُ ، قَالَتْ وَكَانُوْا حَدِيْثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ، تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، وَتَابَعَهُ أَبُوْ خَالِدٍ وَالطُّفَاوِيُّ -

৫১১১ মুহাম্মদ ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ্ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল লোক নবী ﷺ কে বলল ঃ কিছু সংখ্যক মানুষ আমাদের নিকট গোশ্ত নিয়ে আসে। আমরা জানি না যে, পশুটির যবাহের সময় বিসমিল্লাহ্ বলা হয়েছিল কিনা। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরাই এতে বিসমিল্লাহ্ পড় এবং তা খাও। 'আয়েশা (রা) বলেন ঃ প্রশ্নকারী দলটি ছিল কুফর থেকে নতুন ইসলাম গ্রহণকারী। ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ দারাওয়ারদী (র) 'আলী (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ খালিদ ও তুফাবী (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٨٨ . بَابُ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَشُحُوْمِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى :

اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ، وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ بَأْسَ بِذَبِيْحَةِ نَصَارَى الْعَرَبِ ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لِغَيْرِ اللهِ فَلاَ تَأْكُلْ ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ ، وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيْمُ لاَ بَأْسَ بِذَبِيْحَةِ الْأَقْلَفِ

২১৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ আহলে কিতাবের যবাহকৃত জন্তু ও এর চর্বি। তারা দারুল হারবের হোক কিংবা না হোক। মহান আল্লাহ্র ইরশাদ ঃ আজ তোমাদের জন্য পবিত্র জিনিসসমূহ হালাল করে দেওয়া হল। আহলে কিতাবের খাবার তোমাদের জন্য হালাল, তোমাদের খাবারও তাদের জন্য হালাল। (মায়িদাহ ঃ ৫) যুহরী (র) বলেছেন ঃ আরব এলাকার খৃস্টানদের যবাহকৃত পশুতে কোন দোষ নেই। তবে তুমি যদি তাকে গায়রুল্লাহ্র নাম পড়তে শোন, তাহলে খেয়ো না। আর যদি না শুনে থাক, তাহলে মনে রেখ যে, আল্লাহ্ তাদের কুফরীকে জেনে নেওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হাসান ও ইব্রাহীম বলেছেন ঃ খাত্না বিহীন লোকের যবাহকৃত পশুতে কোন দোষ নেই

٥١١٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِيْنَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيْهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ -

banglainternet.com

৫১১২ আবুল ওয়ালীদ (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বরের একটি কিল্লা অবরোধ করে রেখেছিলাম। এমন সময়ে এক ব্যক্তি চর্বি ভর্তি একটি থলে ছুঁড়ে মারল। আমি সেটি তুলে নেয়ার জন্য ছুটে গেলাম। ফিরে তাকিয়ে দেখি নবী ﷺ। তাঁকে দেখে আমি লজ্জিত হয়ে গেলাম। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, 'তাদের খাবার' দ্বারা তাদের যবাহ্‌কৃত জন্তু বুঝান হয়েছে।

٢١٨٩. بَابُ مَا نَدَّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ ، وَأَجَازَهُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِيْ يَدَيْكَ فَهُوَ كَالصَّيْدِ وَفِيْ بَعِيْرٍ تَرَدَّى فِيْ بِئْرٍ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَذَكِّهْ، وَرَأَىٰ ذٰلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةَ

২১৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ যে জন্তু পালিয়ে যায় তার হুকুম বন্য জন্তুর মত। ইব্‌ন মাস'উদ (রা) ও এ ফতোয়া দিয়েছেন। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ তোমার অধীনস্থ যে জন্তু তোমাকে অক্ষম করে দেয়, সে শিকারের ন্যায়। যে উট কুয়ায় পড়ে যায়। তার যে স্থানে তোমার পক্ষে সম্ভব হয়, আঘাত (যবাহ্) কর। 'আলী, ইব্‌ন 'উমর এবং 'আয়েশা (র)ও এইমত পোষণ করেন

٥١١٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا لَاقُوْ الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ اعْجَلْ أَوْ أَرِنْ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكَ ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ لِهٰذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوْا بِهِ هٰكَذَا -

৫১১৩ 'আমর ইব্‌ন 'আলী (র) রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আগামী দিন শত্রুর সম্মুখীন হব, অথচ আমাদের কাছে কোন ছুরি নেই। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি ত্বরান্বিত করবে কিংবা তিনি বলেছেন ঃ তাড়াতাড়ি (যবাহ্) করবে। যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং এতে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়, তা খাও। তবে দাঁত ও নখ দ্বারা নয়। তোমাকে বলছি ঃ দাঁত হল হাড় আর নখ হল হাবশীদের ছুরি। আমরা কিছু উট ও বক্‌রী গনীমত হিসাবে পেলাম। সে গুলো থেকে একটি উট পালিয়ে যায়। একজন সেটির উপর তীর নিক্ষেপ করলে আল্লাহ্ উটটি আটকিয়ে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এ সকল গৃহপালিত উটের মধ্যে বন্যপশুর স্বভাব রয়েছে। কাজেই তন্মধ্যে কোনটি যদি তোমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তা হলে তার সাথে অনুরূপ ব্যবহার করবে।-

banglainternet.com

٢١٩٠ . بَابُ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ لاَ ذَبْحَ وَلاَ مَنْحَرَ إِلاَّ فِي الْمَذْبَحِ وَالْمَنْحَرِ ، قُلْتُ أَيَجْزِئُ مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، ذِكْرُ اللهِ ذَبْحُ الْبَقَرَةِ ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ جَازَ ، وَالنَّحْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأَوْدَاجِ ، قُلْتُ فَيُخَلِّفُ الأَوْدَاجَ، حَتَّى يَقْطَعَ النِّخَاعَ قَالَ لاَ إِخَالُ وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنِ النَّخْعِ يَقُولُ يُقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْمِ ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ، وَقَالَ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ، وَقَالَ سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلاَ بَأْسَ

২১৯০. পরিচ্ছেদ ঃ নহর ও যবাহ্ করা। আতা (র) এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইব্ন জুরায়জ বলেছেন, গলা বা সিনা ব্যতীত যবাহ্ কিংবা নহর করা যায় না। (আতা (র) বলেন) আমি বললাম ঃ যে জন্তুকে যবাহ্ করা হয় সেটিকে আমি যদি নহর করি, তাহলে যথেষ্ট হবে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা গরুকে যবাহ্ করার কথা উল্লেখ করেছেন। কাজেই যে জন্তুকে নহর করা হয়, তা যদি তুমি যবাহ্ কর, তবে তা জায়িয। অবশ্য আমার নিকট নহর করাই অধিক পছন্দনীয়। যবাহ্ অর্থ হচ্ছে রগগুলোকে কেটে দেওয়া। আমি বললাম ঃ তাহলে কিছু রগকে অবশিষ্ট রাখতে হবে যেন হাড়ের ভিতরের সাদা রগ কাটা না যায়। তিনি বললেন ঃ আমি তা মনে করি না। তিনি বললেন ঃ নাফি' (র.) আমাকে অবহিত করেছেন যে, ইব্ন 'উমর (রা) 'নাখ' থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন ঃ 'নাখ' হল হাড়ের ভিতরের সাদা রগ কেটে দেওয়া এবং তারপর ছেড়ে দেওয়া, যাতে জন্তুটি মারা যায়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ "স্মরণ কর, মূসা যখন তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ আল্লাহ্ তোমাদের গরু যবাহ্ করতে আদেশ দিচ্ছেন..... যদিও তারা যবাহ্ করতে উদ্যত ছিল না তবুও তারা সেটিকে যবাহ্ করল"। (বাকারা ঃ ৬৭-৭১) পর্যন্ত। সাঈদ (র) ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ গলা ও সিনার মধ্যে জবাহ্ করাকে জবাহ্ বলে। ইব্ন উমর, ইব্ন 'আব্বাস ও আনাস (রা) বলেন ঃ যদি মাথা কেটে ফেলে তাতে দোষ নেই

٥١١٤ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ امْرَأَةُ هِشَامٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ -

banglainternet.com

৫১১৪ খাল্লাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আসমা বিন্‌ত আবূ বক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে আমরা একটি ঘোড়া নহর করে তা খেয়েছি।

٥١١٥ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ سَمِعَ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِيْنَةِ فَأَكَلْنَاهُ -

৫১১৫ ইসহাক (র)..... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আমলে আমরা একটি ঘোড়া যবাহ্ করেছি। তখন আমরা মদীনায় থাকতাম। পরে আমরা সেটি খেয়েছি।

٥١١٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ * تَابَعَهُ وَكِيْعٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ فِي النَّحْرِ -

৫১১৬ কুতায়বা (র).....আসমা বিন্‌ত আবূ বক্‌র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আমলে আমরা একটি ঘোড়া নহর করেছি। এরপর তা খেয়েছি। 'নহর' কথাটির বর্ণনা এ সঙ্গে হিশামের সূত্র দিয়ে ওয়াকী ও ইব্‌ন উয়ায়না অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٩١ . بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ وَالْمُصْبُوْرَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ

২১৯১. পরিচ্ছেদ ঃ পশুর অংগহানি করা, বেঁধে তীর দ্বারা হত্যা করা ও চাঁদমারী করা মাকরূহ

٥١١٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوْبَ فَرَأَى غِلْمَانًا أَوْ فِتْيَانًا نَصَبُوْا دَجَاجَةً يَرْمُوْنَهَا ، فَقَالَ أَنَسٌ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ -

৫১১৭ আবুল ওয়ালীদ (র)..... হিশাম ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আনাস (রা)-এর সংগে হাকাম ইব্‌ন আইয়্যূবের কাছে গেলাম। তখন আনাস (রা) দেখলেন, কয়েকটি বালক, কিংবা বর্ণনাকারী বলেছেন, কয়েকজন তরুণ একটি মুরগী বেঁধে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করছে। আনাস (রা) বললেন ঃ নবী ﷺ জীবজন্তুকে বেঁধে এভাবে তীর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন।

banglainternet.com

٥١١٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوْبَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ وَغِلْمَانٌ مِنْ بَنِيْ يَحْيَى

رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيْهَا فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ مَعَهُ فَقَالَ ازْجُرُوْا غُلَامَكُمْ عَنْ أَنْ يُصْبَرَ هٰذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيْمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ -

৫১১৮ আহ্‌মাদ 'ইব্‌ন 'ইয়াকুব (রা)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদের কাছে গিয়েছিলেন। এ সময় ইয়াহ্‌ইয়া পরিবারের একটি বালক একটি মুরগীকে বেঁধে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করছিল। ইব্‌ন 'উমর (রা) মুরগীটির দিকে এগিয়ে গিয়ে সেটি মুক্ত করে দিলেন। তারপর মুরগী ও বালকটিকে সংগে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে বললেন, তোমরা তোমাদের বালকদের হত্যার উদ্দেশ্যে এভাবে বেঁধে পাখি মারতে বাঁধা দিও। কেননা, আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি ঃ তিনি হত্যার উদ্দেশ্যে জন্তু জানোয়ার বেঁধে তীর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন।

٥١١٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَمَرُّوْا بِفِتْيَةٍ أَوْ بِنَفَرٍ نَصَبُوْا دَجَاجَةً يَرْمُوْنَهَا فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوْا عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا * تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنْ شُعْبَةَ - حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ ، وَقَالَ عَدِيٌّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৫১১৯ আবূ নু'মান (র)..... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন ঃ আমি ইব্‌ন উমর (রা) এর কাছে ছিলাম। এরপর আমরা একদল তরুণ, কিংবা তিনি বলেছেন, একদল মানুষের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, তারা একটি মুরগী বেঁধে তার প্রতি তীর ছুঁড়ছে। তারা যখন ইব্‌ন উমর (রা)-কে দেখতে পেল, তখন তারা তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ইব্‌ন উমর (রা) বললেন ঃ এ কাজ কে করেছে? এ কাজ যে করে নবী ﷺ তাঁর উপর অভিশাপ দিয়েছেন। শু'বা (র) থেকে সুলায়মান অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মিনহাল ইব্‌ন 'উমার (রা) এর সূত্রে বলেন, যে ব্যক্তি পশুর অঙ্গহানি ঘটায় তাকে নবী ﷺ অভিসম্পাত করেছেন।

٥١٢٠ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيْدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهٰى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ -

banglainternet.com

৫১২০ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল..... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি লুটতরাজ ও অঙ্গহানি ঘটাতে নিষেধ করেছেন।

٢١٩٢ . بَابُ الدُّجَاجِ

২১৯২. পরিচ্ছেদ ঃ মুরগীর গোশ্‌ত

٥١٢١ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى يَعْنِي الأَشْعَرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ دَجَاجًا - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ إِخَاءٌ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ أَحْمَرُ فَلَمْ يَدْنُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ أُدْنُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ ، قَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ أَكَلَ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ ، فَحَلَفْتُ أَنْ لاَ آكُلَهُ، فَقَالَ أُدْنُ أُخْبِرْكَ أَوْ أُحَدِّثْكَ إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا ، قَالَ مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنُهْبٍ مِنْ إِبِلٍ ، فَقَالَ أَيْنَ الأَشْعَرِيُّونَ أَيْنَ الأَشْعَرِيُّونَ قَالَ فَأَعْطَانَا خَمْسَ ذَوْدٍ غُرَّ الذُّرَى ، فَلَبِثْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ ، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي نَسِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمِينَهُ ، فَوَاللهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمِينَهُ لاَ نُفْلِحُ أَبَدًا ، فَرَجَعْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا اسْتَحْمَلْنَاكَ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلَنَا فَظَنَنَّا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ ، فَقَالَ إِنَّ اللهَ هُوَ حَمَلَكُمْ ، إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا -

৫১২১ ইয়াহ্ইয়া (র)..... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,আমি নবী ﷺ কে মুরগীর গোশ্‌ত খেতে দেখেছি। আবূ মা'মার (র)..... যাহদাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ মূসা আশ'আরী (রা) এর কাছে ছিলাম। জারমের এ গোত্র ও আমাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ছিল। আমাদের কাছে খাবার আনা হল। তাতে ছিল মোরগের গোশ্‌ত। দলের মধ্যে লালচে রংয়ের এক ব্যক্তি বসা ছিল। সে খাবারের দিকে অগ্রসর হল না। আবূ মূসা আশ'আরী (রা) তখন বললেন ঃ এগিয়ে এসো, আমি নবী ﷺ কে মোরগের গোশ্‌ত খেতে দেখেছি। সে বলল ঃ আমি এটিকে এমন কিছু খেতে দেখেছি, যে কারণে তা খেতে আমি অপছন্দ করি। তখন আমি কসম করেছি যে, আমি তা খাব না। তিনি বললেন ঃ এগিয়ে এসো,

banglainternet.com

আমি তোমাকে জানাবো, কিংবা তিনি বলেছেন, আমি তোমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করবো। আমি আশ'আরীদের একদলসহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এলাম। এরপর আমি তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হই যখন তিনি ছিলেন রাগান্বিত। তখন তিনি বন্টন করছিলেন সাদাকার কিছু জানোয়ার। আমরা তাঁর কাছে সাওয়ারী চাইলাম। তখন তিনি কসম করে বললেন ঃ আমাদের কোন সাওয়ারী দেবেন না এবং বললেন ঃ তোমাদের সাওয়ারীর জন্য দিতে পারি এমন কোন পশু আমার কাছে নেই। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গনীমতের কিছু উট আনা হল। তিনি বললেন ঃ আশ'আরীগণ কোথায়? আশ'আরীগণ কোথায়? আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেনঃ এরপর তিনি আমাদের সাদাচুট বিশিষ্ট বলিষ্ঠ পাঁচটি উট দিলেন। আমরা কিছু দূরে গিয়ে অবস্থান করলাম। তখন আমি আমার সাথীদের বললাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কসমের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। আল্লাহ্র কসম যদি আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে তাঁর কসমের ব্যাপারে গাফিল রাখি, তাহলে আমরা কোন দিন সফলকাম হবো না। কাজেই আমরা নবী ﷺ -এর নিকট ফিরে গিয়ে তাঁকে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমরা আপনার নিকট সাওয়ারী চেয়েছিলাম, তখন আপনি আমাদের সাওয়ারী দেবেন না বলে কসম করেছিলেন। আমাদের মনে হয়, আপনি আপনার কসমের কথা ভুলে গিয়েছেন। নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ নিজেই তো আমাদের সাওয়ারীর জানোয়ার দিয়েছেন। আল্লাহ্র কসম, আমি যখন কোন ব্যাপারে কসম করি, এরপর কসমের বিপরীত কাজ তার চাইতে মঙ্গলজনক মনে করি, তখন আমি মঙ্গলজনক কাজটিই করি এবং কাফ্ফারা দিয়ে হালাল হয়ে যাই।

٢١٩٣ . بَابُ لُحُوْمِ الْخَيْلِ

২১৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার গোশ্ত

٥١٢٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ -

৫১২২ হুমায়দী (র)..... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে আমরা একটি ঘোড়া নহর করলাম এবং সেটি খেলাম।

٥١٢٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ ، وَرَخَّصَ فِيْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ -

৫১২৩ মুসাদ্দাদ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ খায়বারের দিনে নবী ﷺ গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন। আর ঘোড়ার গোশ্তের ব্যাপারে তিনি অনুমতি দিয়েছেন।

banglainternet.com

٢١٩٤ . بَابُ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ ، فِيْهِ عَنْ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২১৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত। এ ব্যাপারে নবী ﷺ থেকে সালামা (রা) বর্ণিত হাদীস আছে

٥١٢٤ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ -

৫১২৪ সাদাকা (র)..... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, খায়বরের দিন নবী ﷺ গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন।

٥١٢٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ * تَابَعَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ * وَقَالَ أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَالِمٍ -

৫১২৫ মুসাদ্দাদ (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন। ইবন্ মুবারক, উবায়দুল্লাহ (র) সূত্রে নাফি' থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উবায়দুল্লাহ্ সালিম সূত্রে আবূ উসামা (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥١٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيْهِمَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ وَلُحُوْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ -

৫১২৬ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)..... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারের বছর নবী ﷺ মুত্'আ (স্বল্পকালের জন্য বিয়ে করা) থেকে এবং গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন।

٥١٢٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لَحْمِ الْحُمُرِ وَرَخَّصَ فِيْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ -

৫১২৭ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (রা)..... জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খায়বারের দিন নবী ﷺ গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন। তবে ঘোড়ার গোশ্‌ত খেতে অনুমতি দিয়েছেন।

٥١٢٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَدِيٌّ عَنِ الْبَرَاءِ وَابْنِ أَبِيْ أَوْفٰى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالاَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ -

banglainternet.com

৫১২৮ মুসাদ্দাদ ((র)..... বারা'আ ও ইব্ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন ঃ নবী ﷺ গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন।

٥١٢٩ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيْسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ * تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ * وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْمَاجِشُوْنَ وَيُوْنُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ -

৫১২৯ ইসহাক (র)..... আবূ সা'লাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খাওয়া হারাম করেছেন। ইব্ন শিহাব (র) থেকে যুবায়দী ও উকায়ল অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। যুহরী (র)-এর বরাত দিয়ে মালিক, মা'মার, মাজিশুন, ইউনুস ও ইব্ন ইসহাক বলেছেন যে, নবী ﷺ দাঁত বিশিষ্ট সকল হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন।

٥١٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ أَكَلْتُ الْحُمُرَ ، ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ أُكِلَتِ الْحُمُرَ ، ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ أُفْنِيَتِ الْحُمُرَ ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ فَأُكْفِئَتِ الْقُدُوْرُ وَإِنَّهَا لَتَفُوْرُ بِاللَّحْمِ -

৫১৩০ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে জনৈক আগন্তুক এসে বলল ঃ গাধাগুলো খেয়ে ফেলা হচ্ছে। তারপর আরেকজন আগন্তুক এসে বলল ঃ গাধাগুলো খেয়ে ফেলা হচ্ছে। তারপর আরেকজন আগন্তুক এসে বলল ঃ গাধাগুলোকে নিঃশেষ করে দেওয়া হচ্ছে। তখন নবী ﷺ ঘোষণাকারীকে ঘোষণার আদেশ দিলেন। সে লোকজনের মধ্যে ঘোষণা দিল ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তোমাদের গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন। কেননা, এগুলো ঘৃণ্য। তখন ডেকচিগুলোকে উলটিয়ে দেয়া হল, অথচ তাতে গোশ্ত টগবগ করছিল।

٥١٣١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ حُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ قَدْ كَانَ يَقُوْلُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ ، وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأَ : قُلْ لَا أَجِدُ فِيْمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا -

banglainternet.com

৫১৩১ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র)..... আম্‌র (র) থেকে বর্ণিত যে, আমি জাবির ইব্‌ন যায়দকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ লোকজন মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন ঃ হাকাম ইব্‌ন আম্‌র গিফারীও বসরায় আমাদের কাছে এ কথা বলতেন। কিন্তু বিজ্ঞ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) তা অস্বীকার করেছেন। তারপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেছেনঃ "বলুন আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে তাতে, লোকজন যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না,..... শেষ পর্যন্ত। (সূরা আন'আম ঃ ১৪৫)

٢١٩٥. بَابُ أَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

২১৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ মাংসভোজী সর্বপ্রকার হিংস্র জন্তু খাওয়া

٥١٣٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ * تَابَعَهُ يُوْنُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْمَاجِشُوْنَ عَنِ الزُّهْرِيِّ -

৫১৩২ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)..... আবূ সা'লাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁত বিশিষ্ট সর্বপ্রকার হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন। যুহরী (র) থেকে ইউনুস, মা'মার ইব্‌ন উয়ায়না ও মাজিশূন অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٩٦. بَابُ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ

২১৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ মৃত জন্তুর চামড়া

٥١٣٣ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوْا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا -

৫১৩৩ যুহায়র ইব্‌ন হারব (র).....'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি মৃত বক্‌রীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা এটির চামড়াটি কেন কাজে লাগালে না? লোকজন উত্তর করল ঃ এটি মৃত জানোয়ার। তিনি বললেন ঃ শুধু তার খাওয়া হারাম করা হয়েছে।

٥١٣٤ حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ عَنْ ثَابِتِ ابْنِ عَجْلاَنَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِعَنْزٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَا عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوْا بِإِهَابِهَا -

banglainternet.com

৫১৩৪ খাত্তাব ইব্‌ন 'উসমান (র)..... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী ﷺ একটি মৃত বক্‌রীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ এটির মালিকদের কি হলো, যদি এটির চামড়া থেকে তারা উপকার গ্রহণ করত!

٢١٩٧. بَابُ الْمِسْكِ

২১৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ কস্তুরী

٥١٣٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ مَا مِنْ مَكْلُوْمٍ يُكْلَمُ فِيْ اللهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ الرِّيْحُ رِيْحُ مِسْكٍ -

৫১৩৫ মুসাদ্দাদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন আঘাত প্রাপ্ত লোক যে আল্লাহর পথে আঘাত পায়, সে কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় আসবে যে, তার ক্ষত স্থান থেকে টকটকে লাল রক্ত ঝরছে এবং তার সুগন্ধি হবে কস্তুরীর সুগন্ধির ন্যায়।

٥١٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ جَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ ، إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً ، وَنَافِخُ الْكِيْرِ، إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيْثَةً -

৫১৩৬ মুহাম্মদ ইবন্ আলা (র)..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ সৎসঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উপমা হল, কস্তুরী বহনকারী ও কামারের হাঁপরের ন্যায়। মৃগ-কস্তুরী বহনকারী হয়ত তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তার কাছ থেকে তুমি কিছু খরিদ করবে কিংবা তার কাছ থেকে তুমি লাভ করবে সুবাস। আর কামারের হাঁপর হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে কিংবা তুমি তার কাছ থেকে পাবে দুর্গন্ধ।

٢١٩٨. بَابُ الأَرْنَبِ

২১৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ খরগোশ

٥١٣٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا وَنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوْا فَأَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِيْ طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا أَوْ قَالَ بِفَخِذَيْهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَبِلَهَا -

banglainternet.com

৫১৩৭ আবুল ওয়ালীদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা 'মাররুয্ যাহরান' নামক স্থানে একটি খরগোশ ধাওয়া করলাম। তখন লোকজনও এর পেছনে ছুটল এবং তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এরপর আমি সেটিকে ধরতে সক্ষম হলাম এবং আবূ তালহার নিকট নিয়ে এলাম। তিনি এটিকে যবাহ্ করলেন এবং তার পিছনের অংশ কিংবা তিনি বলেছেন ঃ দুই রান নবী ﷺ -এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং তিনি তা গ্রহণ করলেন।

٢١٩٩. بَابُ الضَّبِّ

২১৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ গুঁই সাপ

٥١٣٨ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ۔

৫১৩৮ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ গুঁই সাপ আমি খাই না, আর হারামও বলিনা।

٥١٣٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ فَقَالُوا هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللهِ فَرَفَعَ يَدَهُ ، فَقُلْتُ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ لاَ وَلَكِنَّ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ ، قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ۔

৫১৩৯ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র)..... খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে মায়মূনা (রা)-এর গৃহে গেলেন। সেখানে ভুনা করা গুঁই পেশ করা হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে দিকে হাত বাড়ালেন। এ সময় জনৈকা মহিলা বলল ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জানিয়ে দাও, তিনি কি জিনিস খেতে যাচ্ছেন। তখন তাঁরা বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটি গুঁই সাপ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুনে হাত সরিয়ে নিলেন। খালিদ (রা) বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটি কি হারাম? তিনি বললেন ঃ না, হারাম নয়। তবে আমাদের অঞ্চলে এটি নেই। তাই আমি একে ঘৃণা করি। খালিদ (রা) বলেন ঃ এরপর আমি তা আমার দিকে এনে খেতে লাগলাম। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকিয়ে দেখছিলেন।

banglainternet.com

٢٢٠٠. بَابُ إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ الْجَامِدِ أَوِ الذَّائِبِ

২২০০. পরিচ্ছেদ ঃ যদি জমাট কিংবা তরল ঘিয়ের মধ্যে ইঁদুর পড়ে

٥١٤٠ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنُ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُوْنَةَ أَنَّ فَارَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ اَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ ، قِيْلَ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُوْلُ إِلاَّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا -

৫১৪০ হুমায়দী (র)..... মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। একটি ইঁদুর ঘিয়ের মধ্যে পড়ে মরে গিয়েছিল। তখন নবী ﷺ -এর কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ ইঁদুরটি এবং তার আশ-পাশের অংশ ফেলে দাও। এরপর তা খাও। সুফিয়ান (র)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মা'মার এ হাদীসটি যুহরী, সা'ঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব, আবূ হুরায়রা (রা)-এর সনদে বর্ণনা করেন। তিনি বললেন ঃ আমি যুহরী (র)কে বলতে শুনেছি যে, তিনি 'উবায়দুল্লাহ্, ইব্ন 'আব্বাস, মায়মূনা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করছেন। তিনি আরো বলেন যে, আমি যুহরী থেকে উক্ত সনদে এ হাদীসটি একাধিকবার শুনেছি।

٥١٤١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوْتُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهُوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ اَلْفَارَةُ أَوْ غَيْرُهَا ، قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي سَمْنٍ فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ ثُمَّ أَكَلَ عَنْ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -

৫১৪১ 'আবদান (র)..... যুহরী (র.)কে জিজ্ঞাসা করা হয় জমাট কিংবা তরল তৈল বা ঘিয়ের মধ্যে ইঁদুর ইত্যাদি জানোয়ার পড়ে মারা গেলে তার কি হুকুম? তিনি বললেন ঃ আমাদের কাছে 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে হাদীস পৌঁছেছে যে, ঘিয়ের মধ্যে পড়ে একটি ইঁদুর মারা গিয়েছিল, সেটির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ দিয়েছিলেন, ইঁদুর ও এর সংলগ্ন অংশ ফেলে দিতে, এরপর তা ফেলে দেওয়া হয় এবং খাওয়া হয়।

٥١٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَارَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ اَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ -

৫১৪২ 'আবদুল 'আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এমন একটি ইঁদুর সম্পর্কে যা ঘিয়ের মধ্যে পড়েছিল। তখন তিনি বলেছিলেন ঃ ইঁদুরটি এবং তার আশ পাশের অংশ ফেলে দাও এবং অবশিষ্ট অংশ খাও।

banglainternet.com

٢٢٠١ . بَابُ الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِي الصُّوْرَةِ

২২০১. পরিচ্ছেদ ঃ পশুর মুখে চিহ্ন লাগানো ও দাগানো

٥١٤٣ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّوْرَةُ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُضْرَبَ * تَابَعَهُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْعَنْقَزِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ وَقَالَ تُضْرَبُ الصُّوْرَةُ -

৫১৪৩ 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র)...... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি জানোয়ারের মুখে চিহ্ন লাগানোকে মাকরূহ মনে করতেন। ইব্‌ন উমর (রা) আরো বলেছেন ঃ নবী ﷺ জানোয়ারের মুখে প্রহার করতে নিষেধ করেছেন। আনকাযী (র) হানযালা সূত্রে কুতায়বা (র) অনুরূপ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ 'تضرب الصورة' অর্থাৎ মুখে প্রহার করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٤٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَخٍ لِي يُحَنِّكُهُ وَهُوَ فِي مِرْبَدٍ لَهُ فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً حَسِبْتُهُ قَالَ فِي آذَانِهَا -

৫১৪৪ আবুল ওয়ালীদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আমার এক ভাইকে নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে গেলাম, যেন তিনি তাকে তাহনীক করেন অর্থাৎ খেজুর বা অন্য কিছু একবার চিবিয়ে তার মুখে দিয়ে দেন। এ সময়ে তিনি তাঁর উট বাঁধার স্থানে ছিলেন। তখন আমি তাঁকে দেখলাম তিনি একটি বক্‌রীর গায়ে চিহ্ন লাগাচ্ছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি (হিশাম) বলেছেন ঃ 'বক্‌রীর কানে চিহ্ন লাগাচ্ছেন।'

٢٢٠٢ . بَابُ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلاً بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ لَمْ تُؤْكَلْ الْحَدِيْثُ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ فِي ذَبِيحَةِ السَّارِقِ اطْرَحُوْهُ

২২০২. পরিচ্ছেদ ঃ কোন দল মালে গনীমত লাভ করার পর যদি তাদের কেউ সাথীদের অনুমতি ছাড়া কোন বক্‌রী কিংবা উট যবাহ্ করে ফেলে, তাহলে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত রাফি' (রা)-এর হাদীস অনুসারে সেই গোশ্‌ত খাওয়া যাবে না। চোরের যবাহ্‌কৃত পশুর ব্যাপারে তাউস ও ইকরিমা (র) বলেছেন, তা ফেলে দাও

banglainternet.com

٥١٤٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّنَا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى .

فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ وَلاَ ظُفُرٌ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي أُخْرِ النَّاسِ فَنَصَبُوا قُدُورًا فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ وَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ ، ثُمَّ نَدَّ بَعِيرٌ مِنْ أَوَائِلِ الْقَوْمِ ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ فَقَالَ إِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هٰذَا فَافْعَلُوا مِثْلَ هٰذَا ـ

৫১৪৫ মুসাদ্দাদ (র)...... রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বললাম। আগামী দিন আমরা শত্রুর মুকাবিলা করবো; অথচ আমাদের সঙ্গে কোন ছুরি নেই। তিনি বললেন ঃ সতর্ক দৃষ্টি রাখো কিংবা তিনি বলেছেন, জলদি করো। যে জিনিস রক্ত বহায় এবং যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়, সেটি খাও। যতক্ষণ না সেটি দাঁত কিংবা নখ হয়। এ ব্যাপারে তোমাদের জানাচ্ছি, দাঁত হলো হাঁড়, আর নখ হলো হাবশীদের ছুরি। দলের দ্রুতগামী লোকেরা আগে বেড়ে গেল এবং গনীমতের মালামাল লাভ করল। নবী ﷺ ছিলেন লোকজনের পেছনে। তারা ডেকচি চড়িয়ে দিল। নবী ﷺ এসে তা উল্টিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন, তারপর সেগুলো উল্টিয়ে দেয়া হল। এরপর তিনি তাদের মধ্যে মালে গনীমত বন্টন করলেন এবং দশটি বকরীকে একটি উটের সমান গণ্য করলেন। দলে অগ্রবর্তীদের কাছ থেকে একটি উট ছুটে গিয়েছিল। অথচ তাদের সংগে কোন অশ্বারোহী ছিল না। এ অবস্থায় এক ব্যক্তি উটটির প্রতি তীর নিক্ষেপ করলে আল্লাহ্ উটটিকে থামিয়ে দিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ এ সকল চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বন্য পশুর স্বভাব রয়েছে। কাজেই, তন্মধ্যে কোনটি যদি এরূপ করে, তাহলে তার সংগে অনুরূপ ব্যবহার করবে।

٢٢٠٣. بَابُ إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ ، فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ فَأَرَادَ إِصْلاَحَهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ لِخَبَرِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ

২২০৩. পরিচ্ছেদ ঃ কোন দলের উট ছুটে গেলে তাদের কেউ যদি সেটিকে তাদের উপকারের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ করে এবং হত্যা করে, তাহলে রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ -এর হাদীস অনুযায়ী তা জায়েয

٥١٤٦ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، قَالَ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هٰكَذَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِي وَالْأَسْفَارِ فَنُرِيدُ

banglainternet.com

أَنْ نَذْبَحَ فَلاَ تَكُوْنُ مُدْيِ ، قَالَ أَرِنْ مَا نَهَرَ أَوْ أَنْهَرَ الدَّمُ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفُرِ ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ وَالظُّفُرَ مُدْيِ الْحَبَشَةِ -

৫১৪৬ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালাম (র)..... রাফী' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমরা নবী ﷺ -এর সংগে ছিলাম। তখন উটগুলোর মধ্য থেকে একটি উট পালিয়ে যায়। তিনি বলেন, তখন এক ব্যক্তি সেটির প্রতি তীর নিক্ষেপ করলে আল্লাহ্ সেটিকে থামিয়ে দেন। তিনি বলেন, এরপর নবী ﷺ বললেন ঃ এ সকল জন্তুর মধ্যে বন্য পশুর চাঞ্চল্য আছে। সুতরাং তারমধ্যে কোনটি তোমাদের উপর প্রবল হয়ে উঠলে সেটির সংগে অনুরূপ ব্যবহার করো। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা অনেক সময় যুদ্ধ অভিযানে বা সফরে থাকি, যবাহ্ করতে ইচ্ছা করি কিন্তু ছুরি থাকে না। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ আঘাত করো এমন জিনিস দ্বারা যা রক্ত প্রবাহিত করে অথবা তিনি বলেছেন ঃ এমন জিনিস দ্বারা যা রক্ত ঝরায় এবং যার উপরে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়েছে সেটি খাও, তবে দাঁত ও নখ ব্যতীত। কেননা দাঁত হল হাড়, আর নখ হল হাবশীদের ছুরি।

٢٢٠٤ بَابُ أَكْلِ الْمُضْطَرِّ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لله إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلاَعَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ ، وَقَوْلِهِ : فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِيْنَ وَمَا لَكُمْ أَنْ لاَ تَأْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيْرًا لَيُضِلُّوْنَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ، قُلْ لاَ أَجِدُ فِيْمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ، وَقَالَ : فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاشْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ، إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

banglainternet.com

২২০৪. পরিচ্ছেদ ঃ অনন্যোপায় ব্যক্তির খাওয়া। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "হে মু'মিনগণ, তোমাদের আমি সেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে তোমরা আহার কর, এবং আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর -মাংস এবং যার উপর আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে, তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালংঘনকারী নয়, তার কোন পাপ হবে না (২ ঃ ১৭২-১৭৩)। আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ তবে কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে ..... (৫ ঃ ৩)। আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ তোমরা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাসী হলে, যে জন্তুর উপর তাঁর নাম নেওয়া হয়েছে, তা আহার কর। তোমাদের কী হয়েছে যে, যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে, তোমরা তা আহার করবে না? যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তা তিনি বিশেষভাবে-ই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন তবে তোমরা নিরুপায় হলে তা আলাদা। অনেকে অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেদের খেয়াল-খুশী দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপদগামী করে; আপনার প্রতিপালক সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত (৬ ঃ ১১৮-১১৯)।

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ "বলুন, আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে তাতে লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না, মরা, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত – কেননা, এটা অবশ্যই অপবিত্র"– অথবা যা অবৈধ, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে;" তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে তা গ্রহণে নিরুপায় হলে, আপনার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬ ঃ ১৪৫)

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের যা দিয়েছেন তার মধ্যে যা বৈধ ও পবিত্র তা তোমরা আহার কর এবং তোমরা যদি কেবল আল্লাহরই ইবাদত কর, তবে তাঁর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আল্লাহ্ তো কেবল মরা, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যা যবাহকালে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের নাম নেওয়া হয়েছে, তা-ই তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু কেউ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায় হলে, আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (১৬ ঃ ১১৪-১১৫)।

banglainternet.com